বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১২-২০১৩

প্রথম খণ্ড

প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন

বাংলাদেশ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্তঃবাহিনী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের

২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
৪	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
৫	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
৬	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
৭	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৯
৮	অডিটের সুপারিশ	১১
৯	দ্বিতীয় অধ্যায়	১৩
১০	অনুচ্ছেদ নং ০১ ঃ স্থায়ী ইজারাদারগণের নিকট হতে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৫৭,৮১,৯৮৬ টাকা।	১৪
১১	অনুচ্ছেদ নং ০২ ঃ Annual Training Grant (ATG) খাতে বরাদ্দকৃত টাকায় ভূমি অধিগ্রহণ এবং পূর্ত কাজের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ না করায় সরকারের ২,০০,০০,০০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।	১৫
১২	অনুচ্ছেদ নং ০৩ ঃ শিক্ষার্থীদের নিকট হতে আদায়কৃত ভর্তির আবেদন ফরম বিক্রির অর্থ ও উন্নয়ন ফি বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ৪,২৬,১৮,৬৭৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি ।	১৬
১৩	অনুচ্ছেদ নং ০৪ ঃ চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক বিলম্ব জরিমানা আদায় না করায় ক্ষতি ১,৮৪,৫৬,৩৫২ টাকা।	১৭
১৪	অনুচ্ছেদ নং ০৫ ঃ এমবি-তে বিভিন্ন কাজের পরিমাপ বাস্তব কাজের চেয়ে বেশি দেখিয়ে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় ১,০৪,৯৫,৭৯৬ টাকা ক্ষতি।	১৮
১৫	অনুচ্ছেদ নং ০৬ ঃ প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে মিরর পলিশ টাইলস্ স্থাপন ও স্থাপনের মাপ বেশি দেখিয়ে মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের ৪৯,৯১,৪৭০ টাকা ক্ষতি।	১৯
১৬	অনুচ্ছেদ নং ০৭ ঃ নতুন ক্রয়কৃত কার্পেট মজুদ থেকে বাদ দেয়া ও ফার্নিচার জের মজুদ কম দেখানোর কারণে সরকারের ২০,৫৫,১৪৩ টাকা ক্ষতি।	২০
১৭	অনুচ্ছেদ নং ০৮ ঃ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পরিশোধিত বিল হতে আয়কর/ভ্যাট কম হারে কর্তন/ আদায় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,২০,৪৯,১৫২ টাকা।	২১
১৮	অনুচ্ছেদ নং ০৯ ঃ চুক্তি বহির্ভূত কাজের ভেরিয়েশন রেইট নির্ধারণে চুক্তির প্রস্তাবনা অনুসরণ না করে তদস্থলে অতিরিক্ত বাজার দরে ভেরিয়েশন রেইট প্রস্তুত ও বিল পরিশোধ করায় ৬১,৭০,৭৬১ টাকা ক্ষতি।	২২
১৯	অনুচ্ছেদ নং ১০ ঃ বাজার মূল্য কম হওয়া সত্ত্বেও পুনঃদরপত্র আহ্বান না করে অধিক দরে সয়াবিন তৈল ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ায় সরকারের ১৪,৩১,২০,০০০ টাকা ক্ষতি।	২৩
২০	অনুচ্ছেদ নং ১১ ঃ ঝুকি ক্রয়ের অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ ব্যর্থ সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় না করায় ১০,৭৪,৫২,৫০০ টাকা ক্ষতি।	২৪
২১	অনুচ্ছেদ নং ১২ ঃ চুক্তি বাতিলের সাথে সাথে চুক্তির নিরাপত্তা জামানত বাবদ প্রাপ্ত ব্যাংক গ্যারেন্টি নগদায়নপূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ৪০,৯১,২৫০ টাকা ক্ষতি।	২৫
২২	অনুচ্ছেদ নং ১৩ ঃ বালু ফিলিং কাজের মূল্য চুক্তির অতিরিক্ত হারে পরিশোধ করায় সরকারের ১৪,২১,৪৫৬ টাকা ক্ষতি।	২৬
২৩	অনুচ্ছেদ নং ১৪ ঃ সেনানিবাসের জমি লীজ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি খাতে জমা না করায় ৩,৬৬,৬৬,২৭০ ক্ষতি।	২৭
২৪	অনুচ্ছেদ নং ১৫ ঃ প্রশিক্ষণ ব্যয়ের খাত ৪৮৪০ হতে অনিয়মিতভাবে ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় এর নিমিত্ত বায়না বাবদ ১০,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করায় সরকারি ক্ষতি।	২৮
২৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২৮
২৬	Abbreviation & Glossary	২৯

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'ল।

১২-১০-১৪২৩ বঙ্গাব্দ

তারিখ ঃ ২৫-০১-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত

(মাসুদ আহমেদ)

কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

বাংলাদেশ।

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্তঃবাহিনী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনাপূর্বক আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ও অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, হিসাবরক্ষণে অনিয়ম, অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা, চুক্তি সম্পাদনে অনিয়ম, রাজস্ব আয় নির্ধারিত খাতে জমা না করা, অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা, বিধি-বিধান প্রতিপালনে অদক্ষতা ইত্যাদি কারণে অনিয়মসমূহ সংঘটিত হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় প্রতিরক্ষা সার্ভিসের বিভিন্ন ইউনিট ফরমেশন এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারি বিধি বিধান প্রতিপালনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আরও নিবিড় তদারকি প্রয়োজন। রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে পরিশিষ্টসমূহ দ্বিতীয় খন্ডে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ গোলাম মোস্তফা)
মহাপরিচালক
প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর

ঢাকা ০৩-১০-১৪২৩ বঙ্গাব্দ
তারিখ ঃ ১৬-০১-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	স্থায়ী ইজারাদারগণের নিকট হতে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।	৫৭,৮১,৯৮৬/-
২	Annual Training Grant (ATG) খাতে বরাদ্দকৃত টাকায় ভূমি অধিগ্রহণ এবং পূর্ত কাজের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ না করায় সরকারের অনিয়মিত ব্যয়।	২,০০,০০,০০০/-
৩	শিক্ষার্থীদের নিকট হতে আদায়কৃত ভর্তির আবেদন ফরম বিক্রির অর্থ ও উন্নয়ন ফি বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি ।	৪,২৬,১৮,৬৭৫/-
৪	চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক বিলম্ব জরিমানা আদায় না করায় ক্ষতি ।	১,৮৪,৫৬,৩৫২/-
৫	এমবি-তে বিভিন্ন কাজের পরিমাপ বাস্তব কাজের চেয়ে বেশি দেখিয়ে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি।	১,০৪,৯৫,৭৯৬/-
৬	প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে মিরর পলিশ টাইলস্ স্থাপন ও স্থাপনের মাপ বেশি দেখিয়ে মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি।	৪৯,৯১,৪৭০ /-
৭	নতুন ক্রয়কৃত কার্পেট মজুদ থেকে বাদ দেয়া ও ফার্নিচার জের মজুদ কম দেখানোর কারণে সরকারের ক্ষতি।	২০,৫৫,১৪৩/-
৮	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পরিশোধিত বিল হতে আয়কর/ভ্যাট কম হারে কর্তন/ আদায় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।	১,২০,৪৯,১৫২/-
৯	চুক্তি বহির্ভূত কাজের ভেরিয়েশন রেইট নির্ধারণে চুক্তির প্রস্তাবনা অনুসরণ না করে তদস্থলে অতিরিক্ত বাজার দরে ভেরিয়েশন রেইট প্রস্তুত ও বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি।	৬১,৭০,৭৬১/-
১০	বাজার মূল্য কম হওয়া সত্ত্বেও পুনঃদরপত্র আহ্বান না করে অধিক দরে সয়াবিন তৈল ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ায় সরকারের ক্ষতি।	১৪,৩১,২০,০০০/-
১১	ঝুঁকি ক্রয়ের অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ ব্যর্থ সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় না করায় ক্ষতি।	১০,৭৪,৫২,৫০০/-
১২	চুক্তি বাতিলের সাথে সাথে চুক্তির নিরাপত্তা জামানত বাবদ প্রাপ্ত ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নপূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি।	৪০,৯১,২৫০/-
১৩	বালু ফিলিং কাজের মূল্য চুক্তির অতিরিক্ত হারে পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি।	১৪,২১,৪৫৬/-
১৪	সেনানিবাসের জমি লীজ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি খাতে জমা না করায় ক্ষতি।	৩,৬৬,৬৬,২৭০/-
১৫	প্রশিক্ষণ ব্যয়ের খাত ৪৮৪০ হতে অনিয়মিতভাবে ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় এর নিমিত্তে বায়না বাবদ পরিশোধ করায় সরকারি ক্ষতি।	১০,০০,০০০/-
সর্বমোট =		**৪১,৬৩,৭০,৮১১/-**

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থবছর ঃ	২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ	সেনা, নৌ, বিমান ও আন্তঃবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটসমূহ।
নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ	নিয়মানুসরণ নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময় ঃ	জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৩ খ্রিঃ।
নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ	দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনায়নের মাধ্যমে ভাউচার যাচাই।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ

জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা
মহাপরিচালক
প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

√ দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

√ হিসাব রক্ষণে অনিয়ম।

√ অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করা।

√ বিধি-বিধান প্রতিপালনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অভাব।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

√ বিধি-বিধান অনুসরণ না করা।

√ অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সদর দপ্তর কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন আদেশ বা বিধি প্রতিপালনে ব্যর্থতা।

√ চুক্তি সম্পাদনে অনিয়ম।

√ আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না করা।

√ সরকারি অর্থ আদায় না করা।

√ সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব কম হারে আদায় করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

√ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায়।

√ অডিট আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ।

√ আর্থিক ও প্রশাসনিক বিধি-বিধান কঠোরভাবে প্রতিপালন।

√ নিজস্ব অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তা উত্তরণকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-০১

শিরোনাম ঃ **স্থায়ী ইজারাদারগণের নিকট হতে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৫৭,৮১,৯৮৬ টাকা।**

বিবরণ ঃ

- এমইও, চট্টগ্রাম সেনানিবাস এর ২০০৯-২০১১ সালের হিসাব ২১/০৩/২০১২ হতে ০১/০৪/২০১২ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

- স্থায়ী ইজারা রেজিস্টার এবং ইজারা সংক্রান্ত নথিসমূহ হতে দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ফেনীর বেশ কিছু জমি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ৯৯ বছর/৩০ বছর মেয়াদে স্থায়ী ইজারা দেয়া হয়েছে এবং নির্ধারিত বার্ষিক খাজনা আদায় করা হচ্ছে।

- এতদসংক্রান্ত পূর্বের বিজ্ঞপ্তি বাতিল করতঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত "প্রজ্ঞাপন" নং-ভূঃমঃ/শা-৩/কর/ ১০০/৯২-১০৬(১০০০) তাং-৩০/০৫/১৯৯৫ অনুযায়ী Land Development Tax Ordinance-১৯৭৬ (১৯৯৩ সালের ২৯ নং আইন দ্বারা সংশোধিত) এর আওতায় বাংলা সন ১৩৮৩ হতে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করতে হবে। স্থায়ী ইজারা চুক্তির ২ নং শর্ত ''From time to time and at all times during the said term to pay and discharge all rates, charges and assessments of every description which are now or may at any hereafter during the said term be imposed, charged or assessed upon the premises hereby demised or the buildings to be erected thereupon or the landlord or tenant in respect thereof.'' অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর আদায় না করায় পরিশিষ্ট ''১'' মোতাবেক সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৫৭,৮১,৯৮৬ টাকা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত উল্লেখিত প্রজ্ঞাপন নং-ভূঃ মঃ/শা-৩/কর/১০০/৯২-১০৬(১০০০) তাং ৩০/০৫/১৯৯৫ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হচ্ছে না।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- এতদবিষয়ে ইতোমধ্যে অত্র দপ্তরের ১৯/০৭/২০১১ তারিখের ইসি/সিটিজি/এলসি/১৬৪/২০০৭/১৩৮ নং পত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চাওয়া হয়েছে। প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ ভূমি মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ভুঃমঃ/শাঃ৩/কর/১০০/৯২-১০৬(১০০০) তাং-৩০/০৫/১৯৯৫ এবং স্থায়ী চুক্তির ২ নং শর্তানুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করতে হবে। ফলে উক্ত টাকা অতিসত্বর আদায় করা প্রয়োজন।

- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৪/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ২৯/০৭/২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৯/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

অনুচ্ছেদ নং-০২

শিরোনামঃ Annual Training Grant (ATG) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ স্থায়ী নির্মাণ ও পূর্ত কাজে ব্যয় করায় সরকারের ২,০০,০০,০০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

এরিয়া এফসি (আর্মি),কুমিল্লা সেনানিবাসের এর ২০১১-২০১২ আর্থিক সালের হিসাব ০২/০৯/২০১২হতে ১৬/০৯/২০১২ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে এটিজি সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে অগ্রিম/সমম্বয় রেজিস্ট্রার,বিল ভাউচার,পরিলক্ষিত হয় যে, প্রশিক্ষণ ব্যয়,সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কোড ৪৮৪০ হতে সেনাসদর জিএস শাখা (এমটি পরিদপ্তর) পত্র নং-১৫৪৪/২/এমটি-২/০১ প্যারা ব্যাটাঃ, তাং ০২/০৮/২০১১ এর মাধ্যমে ০১ প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়ন, জালালাবাদকে বহুমুখী প্রশিক্ষণ বিল্ডিং নির্মাণের জন্য ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) টাকা এবং পত্র নং-১৫৪৪/২/এমটি-২/আর্টডক তাং ১৪/১২/২০১১ এর মাধ্যমে এসআইএন্ডটি, জালালাবাদ, সিলেটকে ওসমানী হল বিল্ডিং উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণের জন্য ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) টাকা সর্বমোট ২,০০,০০,০০০ (দুই কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ইউনিট বরাদ্দকৃত অর্থ অগ্রিম গ্রহণ করে। ফলে **পরিশিষ্ট "২"** এর হিসাব মোতাবেক সরকারের ২,০০,০০,০০০ (দুই কোটি) টাকা অনিয়মিত ব্যয় হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ব্যয়ের অর্থনৈতিক কোড ৪৮৪০ঃ 'প্রশিক্ষণ ব্যয়' খাতটি সরবরাহ ও সেবা সংক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই কোডের অর্থ দিয়ে অর্থনৈতিক কোড ৭০১৬ঃ অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো খাত সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ পূর্ত কাজে ব্যয় করা হয়েছে। ৪৮৪০ কোডটি সরবরাহ ও সেবা সংক্রান্ত ৪৮০০ মেইন কোডের সাবকোড। এই কোড হতে নির্মাণ ও পূর্ত সংক্রান্ত (মেইন কোড-৭০০০) কাজ করার সুযোগ নেই। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য নির্মাণ ও পূর্ত সংক্রান্ত ৭০১৬ কোড সচল থাকা সত্বেও সরবরাহ ও সেবা সংক্রান্ত কোড প্রশিক্ষণ ব্যয় ৪৮৪০ হতে নির্মাণ কাজের জন্য বরাদ্দ দেওয়ায় উক্ত অনিয়মিত ব্যয় সংগঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য স্থায়ী নির্মাণ ও পূর্ত কাজসমূহ এমইএস কর্তৃক সম্পাদন করার আবশ্যকতা থাকলেও এক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ সংশ্লিষ্ট ইউনিট হতে জবাব সংগ্রহপূর্বক প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- নিষ্পত্তির সহায়ক জবাব পাওয়া যায়নি। দায়-দায়িত্ব নির্ধারিত হওয়াসহ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ঘটনাত্তোর অনুমোদন গ্রহণ করত অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিত করা আবশ্যক।

- সরকারের উক্ত অনিয়মিত ব্যয়ের বিষয় উল্লেখ করে ৩১/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ৩১/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬/৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারিত হওয়াসহ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ঘটনাত্তোর অনুমোদন গ্রহণকরতঃ নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

শিরোনাম ঃ **শিক্ষার্থীদের নিকট হতে আদায়কৃত ভর্তির আবেদন ফরম বিক্রির অর্থ ও উন্নয়ন ফি বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ৪,২৬,১৮,৬৭৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি ।**

বিবরণ ঃ

- আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ, ঢাকা সেনানিবাস এর ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ১৯/০৬/২০১২ হতে ২৮/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় রেজিমেন্টাল ফান্ড, এ্যাকাউন্টস ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। উক্ত পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষে ১০,২৪৮ টি ভর্তি ফরম প্রতিটি ৫০০ টাকা হারে মোট ৫১,২৪,০০০ টাকা বিক্রয় করা হয়েছে। ট্রেজারি চালান নং-৮১ তাং ২০/০১/১১খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৫,১২,৪০০ টাকা জমা করা হয়েছে। অবশিষ্ট (৫১,২৪,০০০ - ৫,১২,৪০০)= ৪৬,১১,৬০০ টাকা জমা করা হয়নি। তাছাড়া ৩০ শে জুন/২০১১ তারিখে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে আদায়কৃত উন্নয়ন ফি বাবদ ৩,৮০,০৭,০৭৫ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে রেজিমেন্টাল ফান্ডে জমা রাখা হয়েছে। ফলে সর্বমোট ৪৬,১১,৬০০+৩,৮০,০৭,০৭৫ =৪,২৬,১৮,৬৭৫ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি। (পরিশিষ্ট "৩" দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের কারণঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রবিধি অনুবিভাগ, প্রবিধি-৬ শাখা পত্র নং-অম/অবি/বিধি-৬/প্রঃ মঃ/ভাতা-০১/০৪/৮১ তাং-২৬/৮/০৮ খ্রিঃ মোতাবেক আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ এর শিক্ষার্থীদের নিকট হতে ভর্তি ফি, টিউশন ফি, ভর্তির আবেদন ফরম ও অন্যান্য উৎস হতে আদায়কৃত সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করার নির্দেশনা থাকলেও এক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- লিখিত জবাব দেওয়া হয়নি। আলোচনাকালে আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হবে বলে জানানো হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি তহবিলে সত্ত্বর জমা দেয়া আবশ্যক।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৭/০৮/২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ২৮/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৪/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

অনুচ্ছেদ নং-০৪

শিরোনাম ঃ পিপিআর-২০০৮ এবং চুক্তি পত্র এর শর্ত মোতাবেক ধার্যকৃত বিলম্ব জরিমানা আদায় ও বিলম্ব জরিমানা আরোপ না করায় ক্ষতি ১,৮৪,৫৬,৩৫২ টাকা।

বিবরণ ঃ

- ই-ইন-সি'র আওতাধীন বিভিন্ন জিই/এজিই কার্যালয়ের ২০০৯-২০১২ সালের হিসাব জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষায় চূড়ান্ত বিল ভাউচার, চুক্তিপত্রসহ অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাই করা হয়। কার্যাদেশ মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত হওয়ার কথা। যথাসময়ে কাজ সমাপ্ত করতে ঠিকাদার ব্যর্থ হয়।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৯(২৭) এবং চুক্তির শর্ত মোতাবেক চুক্তিবদ্ধ কাজ সময়মত সম্পাদনে ব্যর্থ হলে উক্ত কাজ সম্পাদন করার জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় হলে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য নির্ধারিত হারে বিলম্ব জরিমানা আদায় করা আবশ্যক। কিন্তু পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোন কোন চুক্তির ক্ষেত্রে বিলম্ব জরিমানা ধার্য করার পরও আদায় করা হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে আরোপিত বিলম্ব জরিমানা পিপিআর-২০০৮ এর বিধি বহির্ভুতভাবে মওকুফ করা হয়েছে। আবার অন্য ক্ষেত্রে বিধি বহির্ভুতভাবে সময় বৃদ্ধি করে বিলম্ব জরিমানা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এভাবে চুক্তির শর্ত মোতাবেক বিলম্ব জরিমানার টাকা আদায় না করায় **পরিশিষ্ট "৪"** এ বর্ণিত হিসাব মোতাবেক সরকারের ১,৮৪,৫৬,৩৫২ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

পিপিআর-২০০৮ বিধি-৩৯ (২৭) এবং চুক্তি মোতাবেক মূল চুক্তিতে প্রত্যাশিত বা সম্প্রসারিত তারিখ হতে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য ঠিকাদারকে চুক্তিতে নির্ধারিত (দৈনিক/সাপ্তাহিক) হারে বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণ আদায়যোগ্য। উপরোক্ত বিধি মোতাবেক বিলম্ব জরিমানার টাকা আদায় করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পরিশিষ্ট "৪" ক্রমিক -ক ঃ- কার্যাদেশ পাওয়ার পর ঠিকাদার কাজ আরম্ভ করার জন্য নির্মাণ সাইটে ১০০টি গজারী গাছ বিদ্যামান দেখতে পান, বন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে বর্ণিত গাছগুলো অপসারণ করতে প্রায় ৫ মাস সময় অপচয় হয়।
- পরিশিষ্ট "৪" ক্রমিক -খ ঃ- আপত্তির জবাব পরে জানানো হবে বলে মন্তব্য করা হয়।
- পরিশিষ্ট "৪" ক্রমিক -গ ঃ "বিধি মোতাবেক তিন দিনের জরিমানার টাকা চুড়ান্ত বিল হতে আদায় করা হবে"।
- পরিশিষ্ট "৫" ক্রমিক -ঘ ঃ- ঠিকাদাচুক্তির শর্তের সেকশন -৩ এর অনুচ্ছেদ নং-১৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ ১৩.২ এবং ১৩.৩ মোতাবেক চুক্তির কার্য সমাপ্তি সময়সীমা বর্ধন করা হয় এবং কার্য সমাপ্ত করা হয়েছে।
- পরিশিষ্ট "৫" ক্রমিক -ঙ ঃ- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিতভাবে জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ক্রমিক নং-১ঃ দরপত্র দাখিল ও চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই সাইট পরিদর্শনপূর্বক বিদ্যমান সমস্যার আলোকে কার্যাদেশ (চুক্তি) সম্পন্ন ও সময়সীমা নির্ধারন করা হয়ে থাকে বিধায় জবাব গ্রহনযোগ্য নয়।
- ক্রমিক নং-২ঃ জবাব প্রদান না করায় আপত্তির যথার্থতা প্রমাণিত।
- ক্রমিক নং-৩ ঃ১৩০ দিনের স্থলে ৩ দিনের এলডি আদায় গ্রহণযোগ্য নয়।
- ক্রমিক নং-৪ঃ জবাব নিষ্পত্তি সহায়ক নহে। কারণ জবাবে উল্লেখিত শর্তে সাইট পরিবর্তন, কাজের পরিমান বৃদ্ধিজনিত কারণে সময়সীমা বৃদ্ধি করা যাবে। এক্ষেত্রে এরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই।
- ক্রমিক নং-৫ঃ জবাব প্রদান না করায় আপত্তির যথার্থতা প্রমাণিত।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে বিভিন্ন তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে বিভিন্ন তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। প্রাপ্ত জবাব নিষ্পত্তি সহায়ক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত ১,৮৪,৫৬,৩৫২ টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৫

শিরোনাম ঃ **এমবি-তে বিভিন্ন কাজের পরিমাপ বাস্তব কাজের চেয়ে বেশি দেখিয়ে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় ১,০৪,৯৫,৭৯৬ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- ই-ইন-সি'র আওতাধীন বিভিন্ন জিই/এজিই কার্যালয়ের ২০১০-২০১২ সালের হিসাব জুলাই/২০১১ হতে মার্চ/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় চুক্তিপত্র, ভাউচার, এমবি, নকশা ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাই করা হয়।

- নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, লাইমট্রেসিং, আরসিসি, ডিফর্ম রড, কলামের ডিফর্ম রডের স্টিরাফ (কলাম বা বীমের নির্দিষ্ট দূরত্বে যে চুড়ি বা রিং লাগানো হয়), ল্যাবরেটরি টেস্ট অপেক্ষা এমবি-তে ডিফর্ম রডের ওজন অতিরিক্ত, জেনারেল স্টিল ওয়ার্ক, থাই এ্যালুমিনিয়ামের স্লাইডিং, ফিক্সড জানালা ও ওয়াল ক্যাবিনেটের নকশার অতিরিক্ত/ নকশা বহির্ভূত কাজের মাপ এমবি-তে রেকর্ড করে/প্রাপ্যের অতিরিক্ত মূল্য ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে **পরিশিষ্টে ''৫ (ক-খ)''** এর হিসাব মোতাবেক সরকারের মোট ১,০৪,৯৫৮,৭৯৬ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

- ডিজাইন/নকশায় যে পরিমান কাজ উল্লেখ থাকে বাস্তবে ঠিকাদারগণ সেই পরিমান কাজ সম্পাদন করে থাকেন। নকশায় উল্লেখিত কাজের চেয়ে অতিরিক্ত কাজ চুড়ান্ত বিল প্রদানের পূর্বে নকশা সংশোধন ছাড়া সম্পাদনের সুযোগ নেই। আলোচ্য পরিশিষ্ট বর্ণিত কাজসমুহ নকশায় উল্লেখিত কাজের পরিমানের চেয়ে বেশি মেজারমেন্ট এমবিতে লিপিবদ্ধ করে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ পূর্ব অনুমোদিত নকশার পরিবর্তন ব্যতিত নকশায় বর্ণিত কাজের পরিমান এর চেয়ে বেশি কাজ এমবিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাকালে যে জবাব প্রদান করেন তা পরিশিষ্ট **''৫ (গ)''** এ সন্নিবেশিত।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে (এপি অনুযায়ী) নিরীক্ষা মন্তব্য পরিশিষ্ট **''৫ (গ)''** এ সন্নিবেশিত।

- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে বিভিন্ন তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিস্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। প্রাপ্ত জবাব নিস্পত্তি সহায়ক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

অনুচ্ছেদ নং-০৬

শিরোনাম: **প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে মিরর পলিশ টাইলস্ স্থাপন করায় সরকারের ৪৯,৯১,৪৭০ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- ই-ইন-সি'র আওতাধীন বিভিন্ন জিই/এজিই কার্যালয়ের ২০১০-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ব্যারাক সিনোপসিস মোতাবেক সশস্ত্র বাহিনীতে মিরর পলিশ টাইলস্/ হেমোজিনিয়াস ফ্লোর টাইলস্ স্থাপনের প্রাধিকার নেই। আইটেমটি বিশেষ ধরণের হওয়ায় এমইএস প্রবিধান প্যারা-২১ (সি) (ii) মোতাবেক সরকারের অনুমোদন নেয়ার আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে তা নেয়া হয়নি। ফলে বর্ণিত মিরর পলিশ টাইলস্ খোলা আকাশের নীচে সিরামিক গ্রেইজড মিরর পালিশ হোমোজিনিয়াস মেটালিক কালার ফ্লোর টাইলস্, White glazed tiles,বিদ্যমান ষ্টোন/প্রিকষ্ট কংক্রিট/মোজাইক,বাউন্ডারি ওয়াল সিমেন্ট প্লাষ্টার ডেমোলিশান না করে প্রাধিকার বর্হিভূতভাবে স্থাপন করে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে **পরিশিষ্ট ''৬(ক)''** এ বর্ণিত **৪৯,৯১,৪৭০** টাকা সরকারের ক্ষতি।

- সেনা সদর ই-ইন-সি পরিদপ্তর এর রুটিন ইনস্ট্রাকশন ৭০৩/২০০৮ এবং সেনাসদর কিউএমজির শাখা পূর্ত পরিচালক এর পত্র নং ৬০২/পলিসি/১০২ তাং ৯/৮/২০১০ মোতাবেক ফ্লোরে ফরেন মেড মিরর পলিশ টাইলস্ কাজ না করার বিষয়ে নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও উক্ত নির্দেশনা উপেক্ষা করে ফরেন মেড মিরর পলিশ টাইলস্ স্থাপন দেখিয়ে ঠিকাদারকে প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে, যা আদায় করা আবশ্যক।

অনিয়মের কারণ ঃ ই-ইন-সি এবং সেনাসদর কিউ এম জি শাখার নির্দেশনা উপেক্ষা করে ফরেন মেড মিরর পলিশ টাইলস ব্যবহার করায় সরকারের ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাকালে যে জবাব প্রদান করেন তা পরিশিষ্ট **''৬(খ)''**এ সন্নিবেশিত।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে (এপি অনুযায়ী) নিরীক্ষা মন্তব্য পরিশিষ্ট **''৬(গ)''** এ সন্নিবেশিত। সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে বিভিন্ন তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। প্রাপ্ত জবাব নিষ্পত্তি সহায়ক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

অনুচ্ছেদ নং-০৭

শিরোনাম ঃ **নতুন ক্রয়কৃত কার্পেট মজুদ থেকে বাদ দেয়া ও ফার্নিচার জের মজুদ কম দেখানোর কারণে সরকারের ২০,৫৫,১৪৩ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- (ক) জিই(আর্মি) সংরক্ষণ দক্ষিণ ঢাকা সেনানিবাসের ২০১১--২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব ১১/১১/২০১২ হতে ২৯/১১/২০১২ এবং জিই(আর্মি) চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১১/১২/২০১১ হতে ২৯/১২/২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- জিই(আর্মি) সংরক্ষণ দক্ষিণ, ঢাকা সেনানিবাসের ২০১১--২০১২ অর্থ বৎসরের হিসাব যাচাইকালে ষ্টেশন ফার্ণিচার লেজার খন্ড-৪ এর পৃ/৮০ তে দেখা যায় যে, ৬/১২/২০০৯ তারিখে সিনথেটিক কার্পেটের ষ্টোর ব্যালেন্স ছিল ১০৩০.৬৩১ বঃ মিটার। ১৯/৪/২০১০ তারিখের গ্রহণ ভাউচার নং-আরভি/এক্সপে/ফার/৪১ এর মাধ্যমে ক্রীত ৪০২.৭৯ বঃ মিঃ পূর্ববর্তী মজুদ এর সাথে যোগ করার আবশ্যকতা থাকলেও তদস্থলে বিয়োগ করা হয়। অর্থাৎ ষ্টোর ব্যালেন্স [১০৩০.৬৩১+৪০২.৭৯] = ১৪৩৩.৪২১ বঃ মিঃ এর স্থলে [১০৩০.৬৩১-৪০২.৭৯] = ৬২৭.৮৪১ বঃ মিঃ দেখানো হয়েছে। পরবর্তীতে ৩০/৬/২০১০, ৩০/৬/২০১১ ও ২৮/৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে বার্ষিক সমাপনী মজুদ গণনার সময় উক্ত ক্রয়কৃত কার্পেট স্টোরে মজুদ হিসাবে দেখানো হয়নি। উল্লেখ্য যে, ক্রয়কৃত ৪০২.৭৯ বঃমিঃ কার্পেট প্রারম্ভিক মজুদের সাথে যোগ করা হয়নি। ব্যবহারের অযোগ্য দেখিয়ে কোন কার্পেট নিলামে বিক্রিও করা হয়নি। বাস্তবে ১৪৩৩.৪২১-৬২৭.৮৪১=৮০৫.৫৮ বঃমিঃ সিনথেটিক কার্পেট ঘাটতি রয়েছে। ফলে প্রতি বঃমিঃ ২৪২৭/-টাকা (স্টেশন ফার্নিচার লেজার ভলিউম-৪ পৃ/৮০'তে উল্লেখিত ক্রয় মূল্য অনুযায়ী) হিসেবে সরকারের ৮০৫.৫৮ৠ ২,৪২৭= ১৯,৫৫,১৪২.৬০ বা ১৯,৫৫,১৪৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- (খ) জিই(আর্মি) চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব যাচাইকালে দেখা যায় যে, রেজিঃ খন্ড-৩ পৃঃ/৪৬৪ তে চেয়ার W/A ৩০/৬/২০০৯ এ সমাপনি জের মজুদ ছিল ২০টি পরবর্তীতে RV /Fur/32 dated 2/3/2010 এর মাধ্যমে ১০টি গ্রহণ করা হলে (২০+১০) = ৩০টি জের মজুদ থাকার কথা। কিন্তু জের মজুদ ৩০টির স্থলে ১০টি বাস্তবে পাওয়া যায়। ২০টি আদৌ লেজারে দেখানো হয়নি। অপর দিকে বার্ষিক মজুদ গণনায় ৩০/৬/১০ তারিখে ১০টি চেয়ার মজুদ দেখানো হয়েছে। ফলে প্রতিটির মূল্য ৫,০০০ টাকা হিসাবে (স্টোর মূল্য) মোট ৫০০০×২০ = ১,০০,০০০ টাকা সরকারের ক্ষতি হয়েছে।
- জিই (আর্মি) সংরক্ষণ দক্ষিণ ঢাকা সেনানিবাস ও জিই (অর্মি) চট্টগ্রাম সেনানিবাস উভয় মিলে একত্রে = (১৯,৫৫,১৪৩+১,০০,০০০) = ২০,৫৫,১৪৩ সরকরি ক্ষতি হয়েছে , যা আদায় করা আবশ্যক (**পরিশিষ্ট-"৭" দ্রষ্টব্য**)।

অনিয়মের কারণঃ ক্রয়কৃত মালামাল হিসাব ভুক্তি যোগ করার পরিবর্তে বিয়োগ করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদান ও আলোচনায় অংশগ্রহন থেকে বিরত থাকেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

(ক) আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক কোন জবাব না পাওয়ায় এমনকি আদৌ জবাব প্রদাণ না করায় বর্ণিত মালামালের ঘাটতির বিষয় প্রমাণিত বিধায় আপত্তিকৃত টাকা আদায়যোগ্য।

(খ) সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮/০৩/১৩ ও ১৫/০৪/১২ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ৭/৫/২০১৩ ও ১৭/০৫/১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৭/৫/২০১৩ ও ০৭/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

উক্ত ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ এ কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

অনুচ্ছেদ নং-০৮

শিরোনাম ঃ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পরিশোধিত বিল হতে আয়কর/ভ্যাট কম হারে কর্তন/আদায় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,২০,৪৯,১৫২ টাকা।

বিবরণ ঃ

- বিভিন্ন এসএফসি,এফসি,এরিয়া এফসি, এসএসডি এবং ই-ইন-সি'র আওতাধীন বিভিন্ন জিই/এজিই কার্যালয়ের ২০১০-২০১২ অর্থ-বছরের হিসাব জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- (ক) নিরীক্ষায় চুক্তিপত্র, ভাউচার, আয়কর/ভ্যাট রেজিস্ট্রার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পরিশোধিত বিল হতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা করা হয়নি। ফলে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পরিশোধিত বিল হতে আয়কর কম আদায় করায় পরিশিষ্ট **''৮(ক)''** এ বর্ণিত ৩৫,৩৬,৯৮২ টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- আয়কর বিধিমালা-১৯৮৪ এর বিধি-৫২-এ মোতাবেক টেকনিক্যাল নো হাউ তথা কারিগরী জ্ঞান/দক্ষতা বিশিষ্ট ফার্মের বিল হতে উৎসে বিলের টাকা নির্বিশেষে ১০% হারে আয়কর কর্তন করার আবশ্যকতা ছিল।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস আর ও নং-২৩৯-আইন/আয়কর/২০১১ তারিখ-৬-৭-২০১১ মোতাবেক clearning and forwarding agents এর বিল হতে ১০% হারে আয়কর কর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- (খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-এস আর ও নং-২০১/আইন/২০১০/৫০৫-মূশক তাং-১০/৬/২০১০ খ্রিঃ এর নির্দেশ মোতাবেক ঠিকাদারকে পরিশোধিত মূল্যের উপর নির্ধারিত হারে ভ্যাট আদায় না করে কম হারে আদায় করা হয়। ফলে পরিশিষ্ট **''৮(খ)''** এ বর্ণিত হিসাব মোতাবেক সরকারের ৮৫,১২,১৭০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- ফলে উভয় মিলে (৩৫,৩৬,৯৮২+৮৫,১২,১৭০)=১,২০,৪৯,১৫২ টাকা সরকারি ক্ষতি হয়েছে, যা আদায় আবশ্যক **(পরিশিষ্ট ''৮''(ক-খ))** ।

অনিয়মের কারণঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর উল্লিখিত নির্দেশনা উপেক্ষা করে আয়কর ও ভ্যাট কম কর্তন/কর্তন না করায়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ পরিশিষ্ট **"৮(গ)"** এ সন্নিবেশিত।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে (এপি অনুযায়ী) নিরীক্ষা মন্তব্য পরিশিষ্ট ''৯(গ)'' এ সন্নিবেশিত।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর বিভিন্ন তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় বিভিন্ন তারিখে তাগিদপত্র এবং বিভিন্ন সময়ে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। প্রাপ্ত জবাব নিষ্পত্তি সহায়ক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

অনুচ্ছেদ নং-৯

শিরোনামঃ চুক্তি বহির্ভূত কাজের ভেরিয়েশন রেইট নির্ধারণে চুক্তির প্রস্তাবনা অনুসরণ না করে তদস্থলে অতিরিক্ত বাজার দরে ভেরিয়েশন রেইট প্রস্তুত ও বিল পরিশোধ করায় ৬১,৭০,৭৬১ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

- এজিই (বিমান) পাহাড়কাঞ্চনপুর,টাঙ্গাইলের ২০১১-২০১২ সালের হিসাব ০২/১২/২০১২খ্রিঃ হতে ১২/১২/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় বিভিন্ন চুক্তিপত্র,বিলভাউচার, এমবি, নক্শা এবং ভেরিয়েশন রেইট ইত্যাদি রেকর্ড পত্র যাচাই করা হয়।

- যাচাইকালে দেখা যায় যে, চুক্তির শর্ত মোতাবেক ২০০৭ সালের সিডিউল অব রেইট এ উল্লিখিত materials and labour রেইট না ধরে বাজার দরের ভিত্তিতে ভেরিয়েশন রেইট ধার্য ও বিল পরিশোধ করা হয়। ফলে **পরিশিষ্ট "৯"** এ উল্লিখিত হিসাব মোতাবেক সরকারের ৬১,৭০,৭৬১ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

- চুক্তিপত্রের সেকশন-৬ এর প্রস্তাবনা ক্রমিকনং-০৩ এ উল্লেখ রয়েছে "Any item of works not included in BOQ but become necessary to complete the work as per drawing or site requirement to be completed as per direction of project manager. Quantities of such item shall be measured and payment would be made 10% / 12% above on MES Schedule of rates-2007. The variation rate for the item not in BOQ or in MES Schedule of rate to be prepared from the rate avbailable in MES Schedule of rates-2007 at 12% above for materials & labour". অর্থাৎ প্রস্তাবনা মোতাবেক চুক্তির বিওকিউতে অন্তর্ভূক্ত নয় এরূপ কাজের যে কোন আইটেম নক্শা বা সাইটের প্রয়োজনে সম্পাদন করা অপরিহার্য হলে উক্ত আইটেমসমূহের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক এমইএস সিডিউল অব রেইটস-২০০৭ এর সিডিউল মূল্যের সাথে ১০% / ১২% সিপিসি যোগ করে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। উক্ত আইটেমের ভেরিয়েশন রেইট বিওকিউ বা এমইএস সিডিউলে না থাকলে, এমইএস সিডিউল-২০০৭ এর রেইট পর্যাপ্ত হলে মালামাল এবং লেবার রেইট অনুযায়ী ইউনিট মূল্য প্রস্তুত করে ১০% / ১২% সিপিসি (১০% / ১২% উদ্ধহারে) যোগ করে মূল্য নির্ধারণকবত: পরিশোধ করতে **হবে**।

অনিয়মের কারণ ঃ চুক্তি বহির্ভূত কাজের মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত নির্দেশনা চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও উক্ত শর্তাবলী উপেক্ষা করে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদানের জন্য চুক্তি পরবর্তী বাজার দরের ভিত্তিতে চুক্তি বহির্ভূত আইটেমের রেইট ধার্য্য করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথি পত্র পর্যালোচনা করে নিরীক্ষাকে পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তি মোতাবেক ৬১,৭০,৭৬১ টাকা আদায় করা আবশ্যক।

- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ২০/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৫/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত ৬১,৭০,৭৬১ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

অনুচ্ছেদ নং-১০

শিরোনাম ঃ প্রাক্কলিত মূল্য বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সত্বেও পুনঃদরপত্র আহ্বান না করে উচ্চ মূল্যে সয়াবিন তৈল ক্রয় করায় সরকারের ১৪,৩১,২০,০০০ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি) কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ সালের হিসাব ৩১/০১/২০১২ হতে ০৬/০৩/২০১২ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় পি-৮ শাখার কতিপয় চুক্তিপত্র এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র যাচাই করা হয়।

- যাচাইকালে দেখা যায় যে, ৩৫,০০০ মেট্রিক টন সয়াবিন তেল ক্রয়ের জন্য মেসার্স নোবেল ট্রেডার্স, মেসার্স রোকেয়া অটোমেটিক রাইস মিলস লিঃ এবং মেসার্স আনিশা ফুড প্রোডাক্টস এর সাথে তিনটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়। উদাহরণ হিসাবে চুক্তি নং- ২১৫/১১৫৯/সয়াবিন তৈল-১/ডিজিডিপি/এসি/পি-৮ তাং ৮/৫/১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মেসার্স নোবেল ট্রেডার্স হতে প্রতি মেট্রিক টন ১,৫৮,৫০০/- টাকা হারে সয়াবিন তৈল ক্রয় করা হয়। অথচ ঐ একই তারিখে কৃষি বিপনন অধিদপ্তর এর দৈনিক বাজার দরের তালিকা অনুয়ায়ী প্রতি মেট্রিকটন সয়াবিন তৈলের দাম ছিল ১,১৩০৮০/- টাকা। উল্লেখ্য যে ঐ চুক্তির আওতায় ক্রয়কৃত সয়াবিন তৈলের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ছিল প্রতি মেট্রিকটন ১,০৭,৫৫২/- টাকা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য বাজার দর এর সাথে প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ন। কিন্তু টেন্ডারে প্রাপ্ত দর অত্যাধিক হওয়া সত্বেও অর্থাৎ বাজার দরের চেয়ে প্রতি মেট্রিকটনে ৪৫,৪২০/- টাকা বেশি হওয়া সত্বেও বিধি অনুযায়ী পুনঃদরপত্র আহ্বান না করে ক্রয় করায় এই চুক্তির মাধ্যমে ৬,৮১,৩০,০০০/- টাকা সরকারের অর্থিক ক্ষতি হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্য দুটি চুক্তির মাধ্যমেও একইভাবে বাজার মূল্যের চেয়ে অত্যাধিক দরে ক্রয় করায় সরকারের সর্বমোট ১৪,৩১,২০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১০" তে বর্ণিত।

অনিয়মের কারণ ঃ

দরদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত দর বাজার মূল্য এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য হতে অত্যধিক বেশি হওয়া সত্বেও পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৩৩(২) মোতাবেক দরপত্রটি বাতিল করে পুনঃদরপত্র আহ্বান করা আবশ্যক ছিল কিন্তু এক্ষেত্রে তা অনুসরন করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

বর্তমান বাজার,আয়কর,ভ্যাট,প্যাকিং,লোডিং/আনলোডিং এবং পরিবহন খরচ ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক বর্ণিত দরের পণ্য ক্রয় যুক্তিযুক্ত ছিল।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জবাব আপত্তি নিস্পত্তি সহায়ক নহে। কারণ দরপত্র খোলার তারিখে সরকার কর্তৃক ঘোষিত বাজার দরে খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ী ভ্যাট, ট্যাক্স ,প্যাকিং ও লেভেলিং,পরিবহন খরচ,ও পুজি বিনিয়োগ করেই ব্যবসা করেণ বিধায় বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে সয়াবিন তেল ক্রয়ের কোন কারণ থাকতে পারে না।

সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬/১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ হতে আপত্তি নিস্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ৯/২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৮/৫/২০১৩খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত ১৪,৩১,২০,০০০ টাকা আদায় ও সরকারি হিসাবভূক্ত করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

অনুচ্ছেদ নং-১১

শিরোনাম ঃ ঝুঁকি ক্রয়ের অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ ব্যর্থ সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় না করায় ১০,৭৪,৫২,৫০০ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ডিজিডিপি, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ৩১/১/২০১২ হতে ৬/৩/২০১২খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের নিরীক্ষায় পি-৮ শাখার কতিপয় চুক্তিপত্র এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র যাচাই করা হয়।

- যাচাইকালে দেখা যায় যে, চুক্তি নং- ২১৫/১০৭৪/সয়াবিন তৈল-২/ডিজিডিপি/এএসসি/পি-৮ তাং ২৯/৮/২০১০ ও চুক্তি নং- ২১৫/১০৭৪/সয়াবিন তৈল-৪/ডিজিডিপি/এএসসি/পি-৮ তাং ১১/১১/২০১০ খ্রিঃ ঠিকাদার মেসার্স নিপুন এন্টারপ্রাইজ এর সাথে প্রতি মেট্রিক টন যথাক্রমে ৮৭,৪০০ টাকা দরে ১০০০ মেঃ টন এবং ৮৭,৭০০ টাকা দরে ৭৫০মেঃটন সয়াবিন তৈল ক্রয়ের জন্য দুইটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়। সরবরাহকারী উক্ত তেল সরবরাহে ব্যর্থ হওয়ায় চুক্তিপত্রের ১৬ নং ধারা মোতাবেক চুক্তিপত্র বাতিল করা হয়। অতপর ঝুঁকি ক্রয়ের আওতায় প্রতি মেঃ টন ১,৫৬,৯৪০ টাকা দরে ১০০০ মেঃটন এবং ১,৩৮,২৫০ টাকা দরে ৭৫০মেঃটন সয়াবিন তেল ক্রয়ের জন্য যথাক্রমে মেসার্স আনাফ ট্রেডিং কর্পোরেশন এবং মেসার্স আনিশা ফুড প্রোডাক্টস এর সাথে নতুন ভাবে দুইটি চুক্তি করা হয়। ঝুঁকি ক্রয়ের ফলে ১ম চুক্তিতে সরকারের (১,৫৬,৯৪০-৮৭,৪০০)= ৬৯,৫৪০ × ১০০০ মেঃটন = ৬,৯৫,৪০,০০০ টাকা এবং ২য় চুক্তিতে (১,৩৮,২৫০-৮৭,৭০০) = ৫০,৫৫০ × ৭৫০মেঃটন)=৩,৭৯,১২,৫০০ টাকা সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। যা ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় আবশ্যক ছিল। উহা না করায় উভয় মিলে (৬,৯৫,৪০,০০০+৩,৭৯,১২,৫০০)= ১০,৭৪,৫২,৫০০ টাকা সরকারি ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট "১১" দ্রষ্টব্য)**।

অনিয়মের কারণঃ ডিপি-৩৫ রুল-১৬(এ) (।।) এবং এফআর পার্ট-১ রুল-২৩৩ মোতাবেক ঝুঁকি ক্রয়ের অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ ব্যর্থ সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পণ্য সরবরাহে ব্যর্থতার কারণে পারফর্মেন্স গ্যারান্টি (পিজি) বাবদ অর্থ এবং ঝুঁকি ক্রয়ের অতিরিক্ত অর্থ জমা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার রিট পিটিশন নং ১৭৮৮ অব ২০১১ মহামান্য হাইকোর্টে দাখিল করেণ, যা বর্তমানে বিচারাধীন। মহামান্য হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহনপূর্বক নিরীক্ষা অফিসকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- মহামান্য হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন পূর্বক নিরীক্ষা অফিসকে দ্রুত জানানোর অনুরোধ করা হ'ল ।

- পরবর্তীতে আর কোন অগ্রগতি/নিস্পত্তিমূলক জবাব না পাওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২/৮/২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ হতে আপত্তি নিস্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ৩১/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৬/৪/২০১৩খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত ১০,৭৪,৫২,৫০০ টাকা আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

অনুচ্ছেদ নং-১২

শিরোনাম ঃ চুক্তি বাতিলের সাথে সাথে চুক্তির নিরাপত্তা জামানত বাবদ প্রাপ্ত ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নপূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ৪০,৯১,২৫০ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- ডিজিডিপি, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ৩১/১/২০১২ হতে ৬/৩/২০১২খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের নিরীক্ষায় পি-৮ শাখার কতিপয় চুক্তিপত্র এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র যাচাই করা হয়।

- যাচাইকালে দেখা যায় যে, চুক্তি নং- ২১৫/১০৮৫/চা-১/ডিজিডিপি/এএসসি/পি-৮ তাং ২৪/৮/২০১০ খ্রিঃ ঠিকাদার মেসার্স সম্রাট ইন্টারন্যাশনাল এর সাথে প্রতি মেট্রিক টন ২,৭২,৭৫০ টাকা দরে ১৫০ মেঃ টন চা (ব্লাক) ক্রয়ের জন্য ৪,০৯,১২,৫০০ টাকায় চুক্তি সম্পাদন করা হয়। সরবরাহকারী উক্ত চা (ব্লাক) সরবরাহে ব্যর্থ হওয়ায় চুক্তিপত্রের ১৬ নং ধারা মোতাবেক চুক্তিপত্র বাতিল করাসহ নিরাপত্তা জামানতের ব্যাংক গ্যারেন্টি বাবদ ৪০,৯১,২৫০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হলেও উক্ত ব্যাংক গ্যারেন্টি নগদায়নপূর্বক সরকারের কোষাগারে জমা করা হয়নি **(পরিশিষ্ট "১২" দ্রষ্টব্য)**।

- পত্র নং ৪৫৬৩/এস/১১৩/এসটি-৬ তাং ৭/১২/২০১০খ্রিঃ এর মাধ্যমে চুক্তিপত্র বাতিল করা হয়। অপর দিকে পত্র নং -২১৫/১০৮৫/চা-১/ডিজিডিপি/এএসসি/পি-৮ তাং ৩/৩/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের জন্য পত্র লেখা হয়েছে। এতে দেখা যায় চুক্তি বাতিলের প্রায় তিন মাস পরে ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহন ঠিকাদারের প্রতি আনুকুল্য প্রদর্শন করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ চুক্তিপত্রের ১৬ নং ধারা মোতাবেক চুক্তি বাতিলপূর্বক নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত করতঃ উহা যথাসময়ে নগদায়ন করে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পণ্য সরবরাহে ব্যর্থতার কারণে পারফর্মেন্স গ্যারান্টি (পিজি) বাবদ অর্থ এবং ঝুঁকি ক্রয়ের অতিরিক্ত অর্থ জমা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার রিট পিটিশন নং ২০৯০ অব ২০১১ মহামান্য হাইকোর্টে দাখিল করেন যা বর্তমানে বিচারাধীন। মহামান্য হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহনপূর্বক নিরীক্ষা অফিসকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- মহামান্য হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহনপূর্বক নিরীক্ষা অফিসকে দ্রুত জানানোর অনুরোধ করা হ'ল ।

- পরবর্তীতে আর কোন অগ্রগতি/নিস্পত্তিমূলক জবাব না পাওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২/৮/২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ হতে আপত্তি নিস্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ৩১/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৬/৪/২০১৩খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত ৪০,৯১,২৫০ টাকা আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

অনুচ্ছেদ নং-১৩

শিরোনাম ঃ চুক্তির অতিরিক্ত হারে বালু ফিলিং কাজের মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের ১৪,২১,৪৫৬ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- জিই(নেভী) বনানী এর ২০১১-১২ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষায় বিএন্ড আর- ১ এর তত্ত্বাবধানে চুক্তি নং সিইএন-৩৭ অব ২০১০-১১ এর সিবিআই নং ৪০ তাং ২৭/০৯/২০১২ ঠিকাদার মেসার্স ইউনিসিস এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক সম্পাদিত খিলখেত এরিয়ায় বালু ফিলিং ষষ্ট ফেজ এর বিল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাই করা হয়।

- যাচাই কালে দেখা যায় যে, Sand filling (F.M=.80) in low laying area for the site development including levelling & dressing complete sand collected by dredging from river bed carried by mechanical boat and disposed into the low laying area by pumping method all as spd. কাজের প্রতি ঘনমিটারের মূল্য ৪৫৫.০০ টাকা হারে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। মূল চুক্তিতে বর্ণিত কাজের চেয়ে অতিরিক্ত কোন কাজ করা হয়নি। তাছাড়া বর্ণিত কাজ disposed into the low laying area by pumping method for site development including levelling & dressing complete কাজ করায় পৃথকভাবে বালি দ্বারা Embankment (বাঁধ) নির্মাণের প্রয়োজন নাই। মূল চুক্তিতে যতটা এরিয়ায় বালু ভরাট করার জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল ততটা এরিয়াতেই বালু ভরাট করা হয়েছে । সুতরাং এক্ষেত্রে ঠিকাদার মূল কাজের অন্তর্ভুক্ত বাঁধ নির্মাণের জন্য বেশী দরে আলাদা মূল্য পেতে পারে না অর্থাৎ এক্ষেত্রে এগ্রিডরেট করার কোন আবশ্যকতা ছিল না।

- মূল চুক্তির কাজকে কিছুটা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে চুক্তির বিওকিউ ও স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত আইটেম দেখিয়ে একই বালির চুক্তিমূল্য ৪৫৫.০০ টাকার স্থলে এগ্রিড রেটে ৯৪৮.০০ টাকা হারে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।অর্থাৎ বালি দ্বারা বাঁধ নির্মাণের জন্য এগ্রিডরেইট অনুমোদন করা হয়েছে। ফলে প্রতি ঘনমিটারে (৯৪৫-৪৫৫.০০) = ৪৯০.০০ টাকা অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করা হয়। মোট ২৯০০.৯৩ ঘনমিটার বালু ফিলিং কাজে (২৯০০.৯৩×৪৯০)=১৪,২১,৪৫৫.৭০ টাকা ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট "১৩" দ্রষ্টব্য)**।

- সেনা সদর কিউএমজির শাখা পত্র নং ৬০২/ পলিসি /১০২/ই-৬ তাং ৯-৮-২০১০ ক্রমিক 'চ'এর মাধ্যমে এমইএস সিডিউলের বিদ্যমান রেইটের অনুরুপ কাজ নির্বাহ না করে বর্ণনা কিছুটা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে ভেরিয়েশন রেট/এগ্রিড রেটের মাধ্যমে অধিক দরে মূল্য প্রদানে নিষেধ করা হয়েছে ।

- আবার পিপিআর ২০০৮ এর রুল ৮০(১) (ক) এ বলা হয়েছে "অতিরিক্ত কার্যের আইটেমসমূহ মূল চুক্তির অনুরুপ হলে, উক্ত আইটেমসমূহের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে মূল চুক্তির একক মূল্য প্রযোজ্য হইবে" ।

অনিয়মের কারণঃ

পিপিআর এর উক্ত ধারা এবং সেনাসদর কিউএমজি শাখার বর্ণিত নির্দেশ অনুসরণ না করে চুক্তির কাজকে কিছুটা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে চুক্তির বিওকিউ ও স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত আইটেম দেখিয়ে একই বালির চুক্তিমূল্য প্রতি ঘনমিটার ৪৫৫.০০ টাকার স্থলে এগ্রিড রেটে ৯৪৮.০০ টাকা হারে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ আলোচনা কালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব পরে জানানো হবে বলে মন্তব্য করেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- মূল চুক্তির কাজকে কিছুটা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে ভিন্ন স্পেসিফিকেশনের ও চুক্তির বিকিউ বহির্ভূত আইটেম হিসেবে দেখিয়ে প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে উচ্চহারে এগ্রিড রেটের মাধ্যমে ঠিকাদারকে ১৪,২১,৪৫৫.৭০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। যা আদায় করা আবশ্যক।

- পরবর্তীতে আর কোন অগ্রগতি /নিষ্পত্তিমূলক জবাব না পাওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬/৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ৮/৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৯/৪/২০১৩খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত ১৪,২১,৪৫৬ টাকা আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে জানাতে অনুরোধ করা হ'ল।

অনুচ্ছেদ নং-১৪

শিরোনাম ঃ সেনানিবাসের জমি লীজ, ক্যান্টিন ও দোকান ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি খাতে জমা না করায় ৩,৬৬,৬৬,২৭০ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ ক) এমইও বগুড়া সেনানিবাস, জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড, যশোর এবং বাংলাদেশসশস্ত্র বাহিনী বোর্ড, কাকরাইল,ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-২০১১ সালে হিসাব জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।নিরীক্ষায় জেনারেল ভূমি রেজিষ্টার, নকশা, সিএস রেকর্ডের ডকুমেন্টস, জমি লীজ বরাদ্দ সংক্রান্ত নথি, এমএলআর ও জিএলআর ইত্যাদি রেকর্ডপত্র যাচাই ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেনানিবাসের ইজারাকৃত জমি, জলাশয়, দোকান ভাড়া এবং পেট্রোল পাম্প লীজের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু উক্ত লীজ মানি সংশ্লিস্ট লীজ গ্রহিতা থেকে আদায় করা হলেও সরকারি কোষাগারে জমা না করায় পরিশিষ্টের ১৭ এর হিসাব মোতাবেক ১,৮২,৬২,৪২০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

খ) মিলিটারী ফার্ম সাভার সেনানিবাস এর ২০১০-২০১১ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ৭/১২/১১ হতে ৯/১২/১১ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,ইউনিট ক্যান্টিনটি বেসামরিক ঠিকাদার মোঃ এমায়েত উল্লাহ (সাচ্চু) সাথে চুক্তির মেয়াদ ১/৫/০৯-৩০/৪/১১পর্যন্ত। পরবর্তীতে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় যা বর্তমানে বহাল আছে। মাসিক ভাড়া ৩৮৫০ টাকা হারে চুক্তি করা হয়েছে। সেই মোতাবেক ৭/২০১০ হতে ১১/২০১০ পর্যন্ত সময়ে ক্যান্টিনের ভাড়া বাবদ (৩৮৫০ x ১৭) = ৬৫,৪৫০ টাকা গ্রহণ করা হয়েছে। যা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।

গ) এসএসডি রাঙামাটি সেনানিবাস এর ২০০৬-২০০৭ হতে ২০১০-২০১১খ্রীঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, পাবলিক ফান্ড/ক্যাশ বুক ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রে ইউনিট ক্যান্টিনের ভাড়া বাবদ কোন টাকা পয়সা দেখানো হয় নাই। অথচ বাস্তবে দেখা যায় যে, বেসরকারীভাবে ক্যান্টিন ভাড়া দেওয়া হয়েছে। উক্ত ক্যান্টিনের মাসিক ভাড়া ৩,০০০ টাকা করে হলেও (৩০০০×১২×৫) = ১,৮০,০০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি।

ঘ) এমইও, বগুড়া সেনানিবাস এর ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষায় রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, বগুড়া সেনানিবাসের পূর্ব পার্শস্থ সংলগ্ন "এ" শ্রেণীর জমিতে মোট ৩০০টি সেমি পাকা দোকান রয়েছে। উক্ত দোকানগুলি মাসিক ৫০০০ টাকা বা তদুর্ধ রেটে ভাড়া দেয়া হচ্ছে। ফলে ৩০০টি দোকানে ২০১০ সনের জুলাই থেকে জুন/১১ মাস পর্যন্ত ভাড়া হিসাবে আদায় করা হয়েছে ৫০০০×৩০০×১২ = ১,৮০,০০,০০০ (এক কোটি আশি লক্ষ টাকা) ভাড়া আদায় করা হয়েছে কিন্তু কোন অর্থ সরকারি তহবিলে জমা করা হয়নি।

ঙ) এমইও, বগুড়া সেনানিবাসের ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, এমএলআর/জিএল আর মোতাবেক কাদিরাবাদ সেনানিবাসের ধুপাইল মৌজার জে এল নং-১৬৩ উপজেলা লালপুর,জেলা নাটোর এর দাগ নং (পুন) ১৪০৭.১৪১৫ আরআর এম (আংশিক) দাগ নং-১৪০৮ তে ৩.৫৮ একরসহ মোট ৭.৫২ একর জায়গা রয়েছে । উক্ত জায়গাটি ইঞ্জিনিয়ার সেন্টার (ECMSE) এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে এবং সেই স্থানের ২২টি দোকান হতে মাসিক ৬০০ টাকা হারে ভাড়া আদায় হইলেও কোন অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হচ্ছে না। জায়গাটি সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস কর্তৃক "সি" ক্যাটাগরির ল্যান্ড ঘোষণা না করায় ক্যান্ট বোর্ডের কোন তৎপরতাও সেখানে নেই। প্রতি মাসে ২২টি দোকান হতে ৬০০ টাকা হারে ভাড়ায় বৎসরে (৬০০× ২২× ১২) = ১,৫৮,৪০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। উক্ত আদায়কৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-১/২০/৭২/ডি-৯/৫০০৪ তাং-২৪/৭/৭৫ এর নির্দেশ মোতাবেক সামরিক বিভাগীয় কৃষি জমি ও লেক সমূহ ইজারা দেয়া যাবে। CLA-1937 এর বিধি-১১ মোতাবেক ইজারালব্ধ/ সামরিক জমি থেকে প্রাপ্ত সকল অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করার নির্দেশ রয়েছে। ফলে **পরিশিষ্ট "১৪"** এর হিসাব মোতাবেক টাকা ৩,৬৬,৬৬,২৭০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনিয়মের কারণঃ

সামরিক ভূমিসমূহ সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস (সাভূসে) কর্তৃক 'এ', 'বি' ও 'সি' তিন ক্যাটাগরিতে শ্রেণীভূক্ত করা হয়ে থাকে এবং শুধুমাত্র 'সি' ক্যাটগরির ভূমিসমূহের ব্যবস্থপনা হতে প্রাপ্ত অর্থ ক্যান্টনবোর্ড তহাবিলে জমা করা হয়ে থাকে। অবশিষ্ট 'এ' ও 'বি' শ্রেণীভূক্ত জমিসমূহের ক্ষেত্রে Cantonment Land Administration (CLA)-1937 এর বিধি-১১ মোতাবেক ইজারালব্ধ/ সামরিক জমি থেকে প্রাপ্ত সকল অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করার নির্দেশ থাকলেও এক্ষেত্রে আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ আলোচনাকালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে পরবর্তীতে জানানো হবে বলে মন্তব্য করেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব মোতাবেক আপত্তির টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক। সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৫/৬/২০১২তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ১৯/৭/২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৫/৯/২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- উক্ত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা ৩,৬৬,৬৬,২৭০ সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৫

শিরোণাম ঃ প্রশিক্ষণ ব্যয়ের খাত ৪৮৪০ হতে অনিয়মিতভাবে ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় এর নিমিত্তে বায়না বাবদ ১০,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করায় সরকারি ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- ৯০২ সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ ইএমই, রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস, গাজীপুর এর ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ১১/১১/২০১২ হতে ১৯/১১/২০১২ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয় নিরীক্ষা করা হয়।

- হিসাব শাখার পাবলিক ফান্ড ক্যাশ বুক এবং তৎসংলগ্ন বিল-ভাউচার ও অন্যান্য কাগজপত্রসমূহ স্থানীয় নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ফায়ারিং রেঞ্জ এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় এর নিমিত্তে আরভি নং-১২০, তাং ২৩/০২/২০১২ এর মাধ্যমে ১০,০০,০০০ পাবলিক ফান্ড ক্যাশ বুকে গ্রহণ করা হয় এবং পিভি নং-৫৪, তাং ২০/০২/২০১২ এর মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণ/ক্রয় এর জন্য বায়না বাবদ ১০,০০,০০০ টাকা পারিশোধ দেখানো হয়(পরিশিষ্ট "১৫" দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের কারণঃ জমি অধিগ্রহণ/ক্রয় সংক্রান্ত কোন দলিলপত্র নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। ৪৮৪০-খাত হতে ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় এর সুযোগও নেই। ৬৯০১-খাত এর বরাদ্দ হতে ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় করতে হবে। ২৩/০২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ১০,০০,০০০ টাকা পাবলিক ফান্ড লেজারে গ্রহণ করা হয়েছে, অথচ ২০/২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে পরিশোধ দেখানো হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোন জবাব প্রদান করেনি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আলোচনাকালে আপত্তি নিস্পত্তি সহায়ক কোন কাগজপত্র উপস্থাপন করতে পারেন নাই। ফলে অনিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ ব্যয় খাত ৪৮৪০ হতে জমি/ভূমি ক্রয় জনিত ক্ষতি বাবদ ১০,০০,০০০ টাকা আদায় হওয়া আবশ্যক।

- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৪/০২/২০১৩ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিস্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ২৭/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ১০,০০,০০০ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমাকরতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানাতে অনুরোধ করা হ'ল।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ গোলাম মোস্তফা)

মহাপরিচালক

০৩-১০-১৪২৩ বঙ্গাব্দ

তারিখ ঃ ১৬-০১-২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

Abbreviation & Glossary

<u>এ রিপোর্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ-</u>

১) এ এফ ডি = আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন।

২) এ জি ই = এসিস্ট্যান্ট গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার।

৩) বি এন এস=বাংলাদেশ নেভাল শিপ।

৪) সি.পি.সি (কন্ট্রাক্টরস্ পার্সেন্টেজ অব কন্ট্রাক্ট)= সিডিউলে বর্ণিত কাজ বা দ্রব্যের মূল্যের ওপর ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত উর্ধ্বহার / নিম্নহার বুঝায়।

৫) সি এম ই এস = কমান্ড্যান্ট অব মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস।

৬) সি এন ই= সিভিলিয়ান নন-এনটাইটেলমেন্ট।

৭) ডি ডব্লিউ এন্ড সি ই = ডাইরেক্টরেট অব ওয়ার্কস এন্ড চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

৮) ডি জি ডি পি = ডাইরেক্টর জেনারেল ডিফেন্স পারচেজ।

৯) ডি জি এম এস= ডাইরেক্টর জেনারেল মেডিক্যাল সার্ভিসেস।

১০) ডি পি = ডিফেন্স পারচেজ।

১১) ডি এস সি এন্ড এস সি = ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ।

১২) ই-ইন-সি = ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চিফ।

১৩) এফ আর= ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেশন।

১৪) জি ই = গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার।

১৫) এল সি = লেটার অব ক্রেডিট।

১৬) এম ই এস রেগুলেশনস্ (মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস রেগুলেশনস্) = ইহা পূর্ত কাজের বিধি পুস্তক হিসেবে গণ্য।

১৭) এম সি ও = মিসসিলিনিয়াস চার্জিং অর্ডার।

১৮) পি জি = পারফরমেন্স গ্যারান্টি।

১৯) এস এফ সি = সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার।

২০) স্টার রেইট = ঠিকাচুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কোন আইটেমের মূল্য সিডিউলে না থাকলে ঠিকাদারের দায় পরিশোধ করার জন্য দ্রব্যাদির বাজার দরের সহিত ঠিকাদারের প্রাপ্য টাকার হার (সি.পি.সি.)সহ যে দর নির্ধারণ করা হয়।

২১) টি ও এন্ড ই = টেবিল অব অর্গানাইজেশন এন্ড ইকুইপমেন্ট।

২২) আইভি=ইস্যু ভাউচার।

২৩) আরডি=রিসিভ ভাউচার।

২৪) এসএসডি=স্টেশন সাপ্লাই ডিপো।

২৫) আর এ আর=রানিং একাউন্ট রিসিভ।

২৬) এসটিডি= স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্ট।

২৭) আরএফকিউ=রিকোয়েস্ট ফর কোটেশন।

২৮) পিকিউ= প্রাইস কোটেশন।